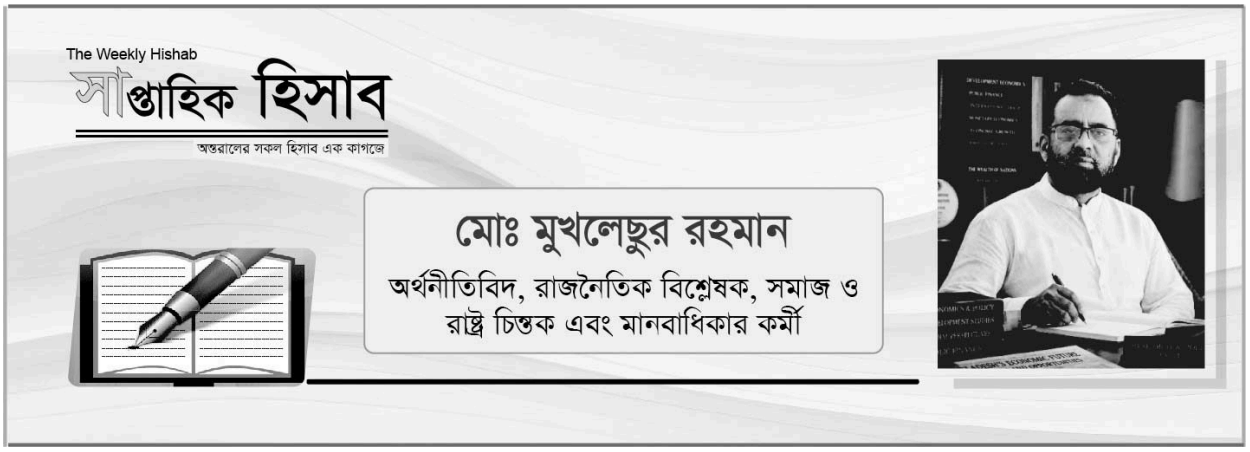
নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

অর্থ-বাণিজ্য

অন্তর্ভুক্তিহীন প্রবৃদ্ধি ধনীর সংখ্যা বাড়ায়; দারিদ্র্য কমায়না।

মোঃ মুখলেছুর রহমান প্রকাশ: ১৭ অক্টোবর ২০২৬ ৫ মিনিট পাঠ



প্রতিবছরের মতো এবারও জাতীয় বাজেটকে ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, রাজস্ব আহরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্ন। সরকার আশা করছে, বাজেটের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন সম্প্রসারিত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) আরও বড় হবে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এসব লক্ষ্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটি স্থবির অর্থনীতি কখনোই দারিদ্র্য দূর করতে পারে না, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না কিংবা সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ জোগাড় করতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—জিডিপি বৃদ্ধি কি নিজেই উন্নয়নের চূড়ান্ত মানদণ্ড? অর্থনীতির আকার বড় হলেই কি সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত হয়? প্রবৃদ্ধি বাড়লেই কি দারিদ্র্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে যায়?

বাংলাদেশের গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা বলছে, এর উত্তর সবসময় ইতিবাচক নয়। দেশের অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। স্বাধীনতার পর যে অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর, তা আজ শিল্প, সেবা ও রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তৈরি

পোশাক শিল্প, প্রবাসী আয়, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দারিদ্র্যের হারও দীর্ঘমেয়াদে কমেছে।

কিন্তু একইসঙ্গে আরেকটি বাস্তবতাও স্পষ্ট হয়েছে—সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য বেড়েছে। সমাজের এক অংশ দ্রুত সম্পদশালী হয়েছে, অন্যদিকে বিপুল জনগোষ্ঠী এখনও অনিশ্চিত আয়, মূল্যস্ফীতির চাপ এবং সীমিত অর্থনৈতিক সুযোগের মধ্যে জীবনযাপন করছে। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু সেই প্রবৃদ্ধির সুফল সমানভাবে বণ্টিত হয়নি।

এখানেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি নিহিত।

জিডিপি কী বলে, আর কী বলে না?

জিডিপি একটি দেশের নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য। এটি অর্থনীতির আকার পরিমাপের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত সূচক। কিন্তু জিডিপি আমাদের বলে না, সেই উৎপাদনের আয় কার হাতে যাচ্ছে। এটি আয়ের বণ্টন সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয় না। এটি বলে না, প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের কোন স্তরে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

ধরা যাক, একটি দেশের জিডিপি ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সেই অতিরিক্ত আয়ের ৭০ বা ৮০ শতাংশ যদি সমাজের শীর্ষ ১০ শতাংশ মানুষের হাতে চলে যায়, তাহলে জাতীয় আয় বাড়লেও নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর জীবনে তার প্রভাব সীমিত থাকবে। পরিসংখ্যানগতভাবে দেশ ধনী হবে, কিন্তু মানুষের বড় একটি অংশ দারিদ্র্য, বেকারত্ব বা জীবনযাত্রার ব্যয় সংকট থেকে মুক্তি পাবে না।

এই কারণেই আধুনিক উন্নয়ন অর্থনীতিতে শুধু প্রবৃদ্ধির হার নয়, আয় বৈষম্য, সম্পদ বণ্টন, সামাজিক গতিশীলতা এবং মানব উন্নয়ন সূচককে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বৈষম্য যখন প্রবৃদ্ধির সুফলকে গ্রাস করে

অর্থনীতিতে একটি বহুল আলোচিত ধারণা হলো—“গ্রোথ উইদাউট ইনক্লুশন” বা অন্তর্ভুক্তিহীন প্রবৃদ্ধি। অর্থাৎ অর্থনীতি বড় হচ্ছে, কিন্তু সেই বৃদ্ধির সুফল সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বাস্তবতায় এই প্রশ্ন ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একদিকে রাজধানী ও বড় শহরগুলোতে উচ্চমূল্যের আবাসন, বিলাসবহুল ভোগব্যয় এবং সম্পদের দ্রুত সঞ্চয় দৃশ্যমান; অন্যদিকে খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো ক্রমাগত চাপে পড়ছে।

যখন সম্পদ অল্প কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সামাজিক

প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ ধনী ব্যক্তি তার আয়ের একটি সীমিত অংশ ভোগে ব্যয় করেন, কিন্তু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের অতিরিক্ত আয় সরাসরি বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে। ফলে আয়ের সুষম বণ্টন শুধু সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নয়; এটি অর্থনৈতিক দক্ষতারও প্রশ্ন।

বাজেটের প্রকৃত সফলতা কোথায়?

একটি বাজেট সফল হয়েছে কি না, তা কেবল রাজস্ব আদায় বা উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ দিয়ে বিচার করা যথেষ্ট নয়। প্রকৃত প্রশ্ন হলো, সেই ব্যয় কার জন্য এবং তার সুফল কারা পাচ্ছে। যদি উন্নয়ন ব্যয়ের বড় অংশ এমন খাতে যায়, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে না বা সাধারণ মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়ায় না, তাহলে প্রবৃদ্ধি হলেও তার সামাজিক প্রভাব সীমিত থাকবে।

অন্যদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্থানীয় অবকাঠামোতে বিনিয়োগ সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে প্রবৃদ্ধির সুফল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায়।

অর্থাৎ বাজেটের সাফল্য কেবল অর্থনীতির আকার বৃদ্ধিতে নয়; বরং অর্থনৈতিক সুযোগের বিস্তারে।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শুধু ভাতা নয়, সম্পদের ন্যায্য বণ্টনও জরুরি।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য মোকাবিলায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য দূর করার জন্য কেবল ভাতা বা অনুদান যথেষ্ট নয়।

দারিদ্র্যের মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

* সম্পদের অসম বণ্টন,
* মানসম্মত শিক্ষার অসম সুযোগ,
* উৎপাদন উপকরণের ওপর সীমিত প্রবেশাধিকার,
* কর্মসংস্থানের বৈষম্য,
* এবং আর্থিক খাতে সুযোগের অসমতা।

যতদিন পর্যন্ত এই কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান না হবে, ততদিন দারিদ্র্য কমানোর প্রচেষ্টা সীমিত ফল দেবে।

একটি সমাজে যখন অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে জমি, পুঁজি, আর্থিক সম্পদ এবং ব্যবসায়িক সুযোগের বড় অংশ কেন্দ্রীভূত হয়, তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেও সামাজিক গতিশীলতা সীমিত হয়ে যায়। দরিদ্র মানুষ দরিদ্রই থেকে যায়, মধ্যবিত্তের উত্থান বাধাগ্রস্ত হয় এবং বৈষম্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহমান থাকে।

উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী?

উন্নয়নের উদ্দেশ্য কেবল একটি বড় অর্থনীতি গড়ে তোলা নয়; বরং এমন একটি সমাজ নির্মাণ করা, যেখানে অধিকাংশ মানুষ সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হতে পারে।

একটি দেশের জিডিপি ৫০০ বিলিয়ন ডলার না ১ ট্রিলিয়ন ডলার হলো—এটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, সেই সম্পদের সুফল কত মানুষের জীবনে পৌঁছাল।

যদি প্রবৃদ্ধির সুফল কেবল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে অর্থনীতির আকার বড় হলেও সামাজিক অসন্তোষ, বৈষম্য এবং দারিদ্র্যের সমস্যা থেকে যাবে।

এ কথা অনেকটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যেতে পারে, জাতীয় বাজেটের যথাযথ বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। উৎপাদন বাড়বে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং জিডিপির আকারও সম্প্রসারিত হবে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত সাফল্য তখনই নিশ্চিত হবে, যখন সেই প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

প্রবৃদ্ধি প্রয়োজন, কিন্তু প্রবৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। জিডিপি বাড়া জরুরি, কিন্তু তার চেয়েও জরুরি সম্পদের ন্যায্য বণ্টন। কারণ ইতিহাসের শিক্ষা হলো—অন্তর্ভুক্তিহীন প্রবৃদ্ধি ধনীকে আরও ধনী করতে পারে, কিন্তু দারিদ্র্য দূর করতে পারে না।

অতএব, বাজেট বাস্তবায়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু অর্থনীতির আকার বৃদ্ধি নয়; বরং এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে প্রবৃদ্ধি এবং ন্যায্য বণ্টন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। কারণ উন্নয়নের প্রকৃত মানদণ্ড জিডিপির অঙ্কে নয়, মানুষের জীবনের পরিবর্তনে নিহিত।